দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ 24 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

অজ্ঞাত রোগাতঙ্ক॥ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমে যাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

মোশতাক আহমেদ/আলম হোসেন

ঢাকার অদূরে নবাবগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমে গেছে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার। এলাকাজুড়েই বিরাজ করছে রহস্যময় অজ্ঞাত রোগাতঙ্ক। ডাক্তারী রিপোর্টে স্পষ্ট করেই এই রোগকে গণমানসিক অসুস্থতা কিংবা মাস হিস্টিরিয়া বললেও এলাকাবাসীর কেউ কেউ পদার্থ ছড়িয়ে এই রোগ ছড়ানো হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন। যদিও এর কোন সত্যতা মেলেনি। এই অজ্ঞাত রোগের নানা গল্প এখন এলাকার মানুষের

গণমানসিক অসুস্থতা॥ চলছে ব্যাপক জল্পনাকল্পনা

মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু নবাবগঞ্জ নয়, এই অজ্ঞাত রোগ নিয়ে সারা দেশেই চলছে ব্যাপক জল্পনাকল্পনা। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

অজ্ঞাত রোগাতঙ্ক

(প্রথম পাতার পর)

এই রোগই প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারও বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। গত কয়েক দিনে বিভিন্নস্থানে এই রোগে আক্রান্ত ত্রিশ স্কুল ছাত্রছাত্রীর রক্তের নমুনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে কোন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। তবে দ্রুতগতিতে একের পর এক জেলায় স্কুল শিক্ষার্থী বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে রোগটি দেখা দেয়ায় সারা দেশে শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই নয়, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

চলতি মাসের প্রথমদিকে নরসিংদীর একটি স্কুলে হঠাৎ করেই অজ্ঞাত রোগে বেশ কিছু ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর পর রূপগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ ঢাকার অদূরে নবাবগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। গত কয়েকদিনে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২৫ শিক্ষার্থী অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়। এরপর এলাকাজুড়েই আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এ নিয়ে আক্রান্তদের পাশাপাশি স্কুলশিক্ষক, ডাক্তার, সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন তথ্য মিলেছে। বেশিরভাগই এটিকে মানসিক রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী রুমা আক্তার জানায়, প্রথমে তার শরীর দুর্বল লাগছিল। পরক্ষণই বমি হতে থাকে। এর পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রহস্যময় রোগে আক্রান্ত একই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী শিলি ও আয়রিন জানায়, তাদের প্রথমে মাথাব্যথা শুরু হয়,পরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তাদের নাকে কোন গন্ধ লাগেনি।

হরেকৃষ্ণ কুসুমকলি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খবির উদ্দিন মৃধা জানান, স্কুলের সময়সূচী সকালে হবার কারণে অনেকে না খেয়ে স্কুলে আসে। এতে অনেকেই দশ-এগারোটার দিকে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব কারণে রোগটি হতে পারে বলে তাঁর ধারণা।

পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান জানান, শারীরিক দুর্বলতার কারণে এই ধরনের রোগ হতে পারে। তিনি জানান, কোন অপরিচিত লোককে কয়েকদিনে এই এলাকায় দেখা যায়নি। তবে এলাকাবাসীর কেউ কেউ সন্দেহ করে বলছেন, কোন পদার্থ ছড়িয়ে এই রোগ ছড়ানো হতে পারে। তবে বাস্তবে এর কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি।

রোগ সম্পর্কে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা. শহিদুল ইসলাম জনকণ্ঠকে বলেন, হাত-পা ঝিঁঝি ভাব, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব এই রোগের লক্ষণ। তবে রোগটি কোন জটিল নয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ হাফিজুর রহমান উপজেলার স্কুল প্রধান ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারদের নিয়ে জরুরী সভা করেন এবং এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন।

এদিকে গত কয়েকদিনে বিভিন্নস্থানে অজ্ঞাত এই রোগে আক্রান্ত ত্রিশ স্কুল ছাত্রছাত্রীর রক্তের নমুনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে কোন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুনের ভাষায়, রোগটি হলো মাস সাইকোজেনিক ইলনেস। তিনি জানান, অনেক আগে আমাদের দেশে ঢোলকলমি বা ঝিনঝিনা রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত সেটিও এই ধরনের অসুস্থতা ছিল। এই ধরনের অসুস্থতার পেছনে রোগজীবাণুর কোন ভূমিকা নেই, নেই কোন পরিবেশগত বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব।